ইত্তেফাক

৩৬/

৩০/০২/২০২২

ট্যালোমারেজের আবিষ্কারক

মেডিসিনে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০৯ সালে প্রথমবারের জন্য একসাথে দু'জন নারী বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এবছর মেডিসিনে এই দুই নারী বিজ্ঞানীর সাথে নোবেল পুরস্কার শেয়ার করেন জ্যাক ডব্লিউ জসট্যাক। বার্ধক্য কেন আসে সেই রহস্যের দ্বার খুঁজছিলেন এলিজাবেথ এইচ ব্ল্যাকবার্ন, ক্যারল ডব্লিউ গ্রিডার এবং জ্যাক ডব্লিউ জসট্যাক। ডা. গ্রিডার মাত্র ৪৮ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এত কম বয়সে আগে মেডিসিনে নোবেল পাননি কেউই। ক্যারল গ্রিডার খুব ব্যস্ত একজন মা। দুই সন্তানের জননী তিনি। সংসারকে ঘিরেই তার জীবন। সবকিছু, সব কাজ ছাপিয়ে পরিবার তার কাছে সবার ওপরে। বাসার কাছেই লন্ড্রি। ময়লা কাপড়গুলো এনেছেন ধোয়ার জন্য। ধুয়ে, শুকিয়ে, বাসায় রেখে ছুটবেন ব্যায়ামের ক্লাসে। ২০০৯ সালের ৮ অক্টোবর ছিল সেদিন। বিকেল ৫টা। হঠাৎ করে ফোন। সেই ফোনেই জানতে পারলেন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি! আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীব বিজ্ঞানী ক্যারল। তিনি ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল আমেরিকার সানদিয়াগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু তার আগ্রহ ছিলো জীববিজ্ঞানে।

এলিজাবেথ হেলেন ব্ল্যাকবার্ন ১৯৮৪ সালের ২৬ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার তাসমানিয়ার হোবাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন গবেষক। বর্তমানে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়নের উপর কাজ করছেন। তার বাবা-মা উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। তাসমানিয়াতে ব্রডল্যান্ড হাউস স্কুলে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। পরবর্তীতে তার পরিবারসহ মেলবোর্নে চলে যান। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ১৯৭০ সালে বিএসসি এবং ১৯৭২ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৭৫ সালে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। নোবেল পুরস্কার কমিটি এবছর তাঁদেরকে নোবেল পুরস্কার দিতে গিয়ে বলেন, 'এ পুরস্কার দিয়ে দেহকোষের একটি মূল কাজকর্মের আবিষ্কারকে স্বীকার করা হলো। এ আবিষ্কার নতুন চিকিৎসা কৌশল বিকাশকে উদ্দীপ্ত করল।' নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁদের এ সম্মান দিল 'ট্যালোমারেজ' আবিষ্কারের জন্য, যাতে ক্যান্সার ও বার্ধক্যজনিত রোগ নিরাময়ের পথ সুগম হবে।

এলিজাবেথ এইচ ব্ল্যাকবার্ন

ক্যারল ডব্লিউ গ্রিডার

প্রঃ- ৩০/২/২২